সমাস

রূপশ্রী ঘোষ

সমাস কাকে বলে

- পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদ মিলে একপদে পরিণত হলে তাকে বলা হয় সমাস।
- যেমন - বিশ্বের মিত্র = বিশ্বামিত্র। এখানে 'বিশ্বের' ও 'মিত্র' দুটি পদ আছে। পদ দুটি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ও পাশাপাশি অবস্থিত। এদের মিলনে বিশ্বামিত্র এই সমাসবদ্ধ পদ বা সমাস হয়েছে।
- স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল। এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুয়ের বেশি পদের মিলনে সমাস হয়েছে।
- শুভ যে বিবাহ = শুভবিবাহ

সমাসে যা প্রয়োজনীয়

সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ	দুই বা তার বেশি পদ মিলিত হয়ে যে পদ গঠিত হয়, তা সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ। যেমন পথে চলা = পথচলা 'পথে' ও 'চলা' দুটি পদ মিলিত হয়ে 'পথচলা' গঠিত হয়েছে। 'পথচলা' সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ। সমাসবদ্ধ পদের অপর নাম সমাস।
ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য	সমাসবদ্ধ পদকে ভাঙলে বা ব্যাখ্যা করলে যে বাক্য বা বাক্য অংশ (অর্থাৎ সমস্যমান পদসমষ্টি) পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে। যেমন পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা। 'পঙ্কজ' পদটি ব্যাখ্যা করতে 'পঙ্কে জন্মে যা' এই অংশটি পাওয়া গেছে। এটি ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।
সমস্যমান পদ	ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত এক-একটি পদকে বলা হয় সমস্যমান পদ। যেমন - পথচলা = পথে চলা। 'পথে' ও 'চলা' সমস্যমান পদ। 'পথে' = পূর্বপদ। 'চলা' = উত্তরপদ।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সমাস	উদাহরণ	অর্থপ্রাধান্য
কর্মধারয়	নীল যে উৎপল = নীলোৎপল	উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য
তৎপুরুষ	গাছে পাকা = গাছপাকা	উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য
দ্বন্দ্ব	কর্ণ ও অর্জুন = কর্ণার্জুন	উভয়পদের অর্থপ্রাধান্য
বহুব্রীহি	দশ আনন যাঁর = দশানন	অন্যপদের অর্থপ্রাধান্য
দ্বিগু	ত্রি ফলের সমাহার = ত্রিফলা	উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য
নিত্য	অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর	
অলোপ	বনে ও বাদাড়ে = বনে-বাদাড়ে	
বাক্যাশ্রয়ী	বসে-আঁকো-প্রতিযোগিতা	

কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ও বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ ও বিশেষণ পদে সমাস হলে এবং উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

পূর্বপদ ও উত্তরপদ বিশেষণ ও বিশেষ্য	উভয়পদ বিশেষ্য ও বিশেষ্য	উভয়পদ বিশেষণ ও বিশেষণ
শ্বেত যে পদ্ম = শ্বেতপদ্ম কানা যে কড়ি = কানাকড়ি মহৎ যে জন = মহাজন ছিন্ন যে বস্ত্র = ছিন্নবস্ত্র এছাড়াও মহারাজা, পূর্ণচন্দ্র, কাঁচাকলা, মহানদী, মহর্ষি ইত্যাদি।	যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি যিনি মা তিনিই সরস্বতী = মা-সরস্বতী যিনি সম্রাট তিনিই কবি = সম্রাটকবি এছাড়াও দাদাঠাকুর, রাজাবাদশা, পিতাঠাকুর, দাদাবাবু ইত্যাদি	যাহা সহজ তাহা সরল = সহজসরল কাঁচা অথচ মিঠে = কাঁচামিঠে অম্ল অথচ মধুর = অম্লমধুর অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত = সুপ্তোত্থিত এছাড়াও পণ্ডিতমূর্খ, মিঠেকড়া, হিংস্রকুটিল, শান্তশিষ্ট ইত্যাদি

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়

- উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস আলোচনা করার আগে উপমেয়, উপমান ও সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দরকার।
- উপমেয় - বিসদৃশ দুটো বস্তুর মধ্যে যার তুলনা করা হয়, তা হল উপমেয়।
- উপমান - যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তা হল উপমান।
- সাধারণ ধর্ম - উপমেয় ও উপমান উভয়ের যে ধর্মগত বা গুণগত সাদৃশ্য তা হল সাধারণ ধর্ম।
- যেমন - 'দুধের মতো সাদা জোছনায় চারদিক ভেসে গেছে।' 'জোছনা' তুলনার বিষয়, সুতরাং উপমেয়। 'দুধ' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সুতরাং উপমান। 'দুধ' ও 'জোছনা' বিজাতীয় বস্তু কিন্তু গুণগত দিক থেকে একটা জায়গায় উভয়ের মিল আছে। দুধও সাদা জোছনাও সাদা। সুতরাং 'সাদা' সাধারণ ধর্ম।

উপমান কর্মধারয় সমাস

- উপমানবাচক পূর্বপদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক উত্তরপদের সমাস হলে, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।
- লক্ষণীয় যে, উপমানবাচক পূর্বপদ বিশেষ্য এবং সাধারণ ধর্মবাচক উত্তরপদ বিশেষণ।
- যেমন - শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত। 'শশ' উপমান ও বিশেষ্য পদ। 'ব্যস্ত' সাধারণ ধর্ম বিশেষণ পদ।
- কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো
- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র
- অমৃতের ন্যায় মধুর = অমৃতমধুর

উপমিত কর্মধারয় সমাস

- উপমেয়বাচক পূর্বপদের সঙ্গে উপমানবাচক উত্তরপদের সমাস হলে, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।
- সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও সমাসের মধ্যে সাধারণ ধর্মের অর্থ আভাসিত হয়।
- পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়পদ বিশেষ্য।
- যেমন - চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল। 'চরণ' ও 'কমল' যথাক্রমে উপমেয় ও উপমানবাচক বিশেষ্যপদ।
- মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র , পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বপদ 'উপমান' উত্তরপদ 'উপমেয়' হয়। যেমন - সিংহের ন্যায় শিশু = শিংহশিশু। এছাড়াও ফটিকজল, ওলকপি, চাঁদমুখ, কদমছাঁট ইত্যাদি।

রূপক কর্মধারয় সমাস

- উপমেয়বাচক পূর্বপদ ও উপমানবাচক উত্তরপদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।
- পূর্বপদ ও উত্তরপদ বিশেষ্য।
- যেমন - বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু। 'বিষাদ' উপমেয় ও 'সিন্ধু' উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।
- হৃদয় রূপ আকাশ = হৃদয়াকাশ, রোষ রূপ অনল = রোষানল, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি, দেশ রূপ মাতৃকা = দেশমাতৃকা, প্রেম রূপ দরিয়া = প্রেমদরিয়া, মোহ রূপ স্বপ্ন = মোহস্বপ্ন ইত্যাদি।
- এছাড়াও আশালতা, যৌবনকুসুম, সুখসায়র, জ্ঞানবৃক্ষ, জীবনতরি, কালবৈশাখী ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

- যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদ সমাসবদ্ধ পদে লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।
- পূর্বপদ ও উত্তরপদ সাধারণত বিশেষ্য হয় এবং পূর্বপদ উত্তরপদের বিশেষণ স্থানীয় হয়।
- যেমন - সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত ‘চিহ্নিত’ পদটি সমাসবদ্ধ ‘সিংহাসন’ পদে লোপ পেয়েছে। ‘সিংহ’ ও ‘আসন’ উভয়পদ বিশেষ্য।
- পল(মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, সিঁদুর রাখার কৌটা = সিঁদুরকৌটা, স্টিমার বাঁধার ঘাট = স্টিমারঘাট, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর, জীবন আশঙ্কায় বিমা = জীবনবিমা, আয়ের উপর কর = আয়কর, ভিক্ষা লব্ধ অন্ন - ভিক্ষান্ন, পানিতে জন্মে ফল = পানিফল, ঋষির তুল্য কবি= ঋষিকবি, আকাশ থেকে আগত বাণী = আকাশবাণী ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- যে সমাসে পূর্বপদে কর্ম, করণ অপাদান প্রভৃতির বিভক্তি লোপ পায় এবং উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য থাকে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

- যেমন - গাছে পাকা = গাছপাকা। এখানে পূর্বপদ ‘গাছে’ ও উত্তরপদ ‘পাকা’। সমাসনিষ্পন্ন হবার পর পূর্বপদের অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য ঘটেছে।

- তৎপুরুষের ভাগ - কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, নিমিত্ত তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ, সম্বন্ধ তৎপুরুষ, অধিকরণ তৎপুরুষ, না-তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, ব্যাপ্তি তৎপুরুষ, ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ, উপসর্গ তৎপুরুষ

কর্ম তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে কর্মের বিভক্তি ‘কে’ লোপ পায় তাকে কর্ম তৎপুরুষ সমাস বলে।
- যেমন - বাসনকে মাজা = বাসনমাজা, লোককে দেখানো = লোকদেখানো, সাহিত্যকে সম্ভোগ = সাহিত্যসম্ভোগ, রথকে দেখা = রথদেখা।
- এছাড়াও বীজ-বোনা, গা-ঢাকা, পকেট-মারা, সাপ-খেলানো, তেষ্টা-পাওয়া, কাপড়-কাচা ইত্যাদি।
- আশ্রিত, প্রাপ্ত, আপন্ন, অতীত, আগত, প্রবিষ্ট, সংক্রান্ত ইত্যাদি শব্দের যোগেও কর্ম তৎপুরুষ হয়।
- যেমন- গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত, হর্ষকে প্রাপ্ত = হর্ষপ্রাপ্ত, চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত, দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, শাসনকে সংক্রান্ত= শাসনসংক্রান্ত, স্মরণকে অতীত = স্মরণাতীত, শরণকে আগত = শরণাগত, ধর্মকে আগত = ধর্মাগত ইত্যাদি।

করণ তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে করণের জন্য বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত ‘দিয়া’, ‘দ্বারা’ ইত্যাদি লোপ পায়, তাকে করণ তৎপুরুষ বলে।
- যেমন - রোগ দ্বারা শীর্ণ = রোগশীর্ণ, রোগ দ্বারা জীর্ণ = রোগজীর্ণ, ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা, ধূলি দ্বারা ধূসর = ধূলিধূসর, গোঁজা দ্বারা মিল = গোঁজামিল, লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা ইত্যাদি
- হীন, রহিত, শূন্য ইত্যাদি ঊনার্থক শব্দ উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হলেও করণ তৎপুরুষ হয়। যেমন - শ্রী দ্বারা হীন = শ্রীহীন, বুদ্ধি দ্বারা হীন = বুদ্ধিহীন, সঙ্গী দ্বারা হীন = সঙ্গীহীন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা রহিত = জ্ঞানরহিত, তৃণ দ্বারা শূন্য = তৃণশূন্য ইত্যাদি।
- যুক্ত, অন্বিত, বিশিষ্ট যুক্তার্থক শব্দ পরপদরূপে ব্যবহৃত হলেও করণ তৎপুরুষ হয়। যেমন - যুক্তি দ্বারা যুক্ত = যুক্তিযুক্ত, চিন্তা দ্বারা অন্বিত = চিন্তান্বিত, রোষ দ্বারা অন্বিত = রোষান্বিত ইত্যাদি।

নিমিত্ত তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তিরূপে যুক্ত ‘নিমিত্ত’, ‘জন্য’, ‘উদ্দেশ্য’ ইত্যাদি নিমিত্তার্থক শব্দ লোপ পায়, তাকে নিমিত্ত তৎপুরুষ বলে।

- যেমন - যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ, লোকের নিমিত্ত হিত = লোকহিত, শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা, বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় = বালিকা-বিদ্যালয়, মড়ার জন্য কান্না = মরাকান্না, রানার নিমিত্ত ঘর = রান্নাঘর, অনাথের জন্য আশ্রম = অনাথাশ্রম, স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির = স্মৃতি-মন্দির ইত্যাদি।

- এছাড়াও ফাঁসিকাঠ, ডাকঘর, শান্তিনিকেতন, চণ্ডীমণ্ডপ, খাদ্য-আন্দোলন, ডাকমাশুল, বিশ্রামকক্ষ, মাপকাঠি, অতিথিশালা, ঠাকুরঘর, পাটখেত, খেয়াঘাট ইত্যাদি।

অপাদান তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে অপাদানের জন্য বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত ‘হইতে’, ‘থেকে’ ইত্যাদি লোপ পায়, তাকে অপাদান বা অপায় তৎপুরুষ বলে।
- যেমন - অগ্নি হইতে ভয় = অগ্নিভয়, সত্য হইতে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট, লোক হইতে লজ্জা = লোকলজ্জা, আদি হইতে অন্ত = আদ্যন্ত, বন্ধন হইতে মুক্তি = বন্ধনমুক্তি, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, রং থেকে ছুট = রংছুট, দল থেকে ছাড়া = দলছাড়া, তৎ(সং) হইতে ভব(জাত) = তদ্ভব।
- এরকম - রাজ্যচ্যুত, যুদ্ধোত্তর, রোগমুক্ত, শাপমুক্ত, বিদেশাগত, কর্মবিরতি, ঋণমুক্তি, ইস্কুলপালানো, গ্রামছাড়া, সৃষ্টিছাড়া, ব্যাঘ্রভয়, জলাতঙ্ক, দুগ্ধজাত, মৃত্যুভয় মানবেতর ইত্যাদি।

সম্বন্ধ তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে সম্বন্ধ বিভক্তি ‘র’, ‘এর’ ইত্যাদি লোপ পায়, তাকে সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস বলে।

- যেমন - কণ্টকের মুকুট = কন্টকমুকুট, বিশ্বের স্রষ্টা = বিশ্বস্রষ্টা, জলের পিপাসা = জলপিপাসা, শবের দাহ = শবদাহ, প্রজার পালক = প্রজাপালক, অর্থের লিপ্সা = অর্থলিপ্সা, গঙ্গার জল = গঙ্গাজল, পথের রাজা = রাজপথ, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, হংসের রাজা = রাজহংস, নদীর মাঝ = মাঝনদী , দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া, বৌদ্ধদের ধর্ম = বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি

- এছাড়া দলপতি, বোধোদয়, বৃক্ষরাজি, বিদ্যাভবন, নদীতীর, রাজবাড়ি, বিশ্বামিত্র, কমলকানন, স্বর্গপথ, স্বর্গোদ্যান, বাঁশ-বাগান, বনফুল, দেশপ্রান্ত, রাজপুত্র, পদধূলি, স্বর্ণমুদ্রা, স্কুলমাস্টার, জেলেডিঙি, সাধ্যমতো, বজ্রনাদ, পুকুর-ঘাট ইত্যাদি।

অধিকরণ তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে অধিকরণের ‘এ’, ‘য়’ ইত্যাদি বিভক্তি লোপ পায়, তাকে অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস বলে।
- যেমন - অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু, গৃহে আগত = গৃহাগত, গোলায় ভরা = গোলাভরা, কোণে ঠাসা = কোণঠাসা, গাছে পাকা = গাছপাকা, রাতে কানা = রাতকানা, জগতে বিখ্যাত = জগদ্‌বিখ্যাত, মনে মরা = মনমরা, কণ্ঠে আগত = কণ্ঠাগত, অকালে বোধন = অকালবোধন ইত্যাদি।
- এছাড়াও জলমগ্ন, পানাসক্ত, অকালপক্ক, গঙ্গাস্নান, বিশ্ববিখ্যাত, পাঠরত, তালকানা ইত্যাদি।
- পূর্বপদের পরনিপাত - পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে আস্বাদিত = আস্বাদিতপূর্ব, পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বে অভূত = অভূতপূর্ব ইত্যাদি।

না-তৎপুরুষ

- পূর্বপদের ‘না’, ‘নয়’, ‘নাই’ ইত্যাদি নঞ-অর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয় হলে এবং পরপদের অর্থপ্রাধান্য থাকলে, এরকম তৎপুরুষ সমাসকে না-তৎপুরুষ সমাস বলে।

- পরপদের প্রথম বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হলে ‘নয়’ স্থানে ‘অ’ হয়। যেমন - নয় চেনা = অচেনা, নয় সম্মত = অসম্মত, নয় বিধেয় = অবিধেয়, নয় কাজ = অকাজ, নয় সুস্থ = অসুস্থ ইত্যাদি।

- পরপদের প্রথম বর্ণ স্বরবর্ণ হলে ‘নয়’ স্থানে অন্ হয়। যেমন - নয় আবৃত = অনাবৃত, নয় উচিত = অনুচিত, নয় উদার = অনুদার, নয় আবাদি = অনাবাদি, নয় অশন = অনশন, নয় অন্য = অনন্য, নয় ঐক্য = অনৈক্য, নয় আহার = অনাহার, নয় এক = অনেক ইত্যাদি।

- আবার কখনো কখনো পরপদের প্রথম বর্ণ স্বরবর্ণ হলে ‘নয়’ স্থানে ‘ন’ হয়। যেমন - নয় দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ, নয় অতি বৃহৎ = নাতিবৃহৎ ইত্যাদি।

না-তৎপুরুষ

- তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘না’ স্থানে ‘অনা’, ‘না’, ‘আ’, ‘গর’, ‘বি’, ‘নি’, ‘নির্’ ইত্যাদি হয়।
- যেমন - অনা - নয় আঘ্রাত = অনাঘ্রাত, নয় সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি, নয় আবিষ্কৃত = অনাবিষ্কৃত, নয় আহার = অনাহার, নয় আবৃত = অনাবৃত, নয় বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি ইত্যাদি।
- না - নয় মঞ্জুর = না-মঞ্জুর, নেই দাবি = না-দাবি, নয় জানা = না-জানা, এরকম নাবালক, না-বলা, নে-দেখা, নারাজ ইত্যাদি।
- আ - নয় কাঁচা = আকাঁচা, নয় কাল = আকাল, নয় লুনি = আলুনি, নয় ছোলা = আছোলা, নয় ঘাটা = আঘাটা, নয় ধোঁয়া = আধোঁয়া, নয় গাছা = আগাছা ইত্যাদি।
- গর - নয় মিল = গরমিল, নয় হাজির = গরহাজির ইত্যাদি।
- বি - নয় সদৃশ = বিসদৃশ, নেই জোড় = বিজোড়, নেই ভুঁই = বিভূঁই, নয় পথ = বিপথ, নয় দেশ = বিদেশ ইত্যাদি।
- বে - নয় রসিক = বেরসিক, নয় ঠিক = বেঠিক, নেই সামাল = বেসামাল, নেই পরোয়া = বেপরোয়া, নয় গতিক = বেগতিক, নেই সরকারি = বেসরকারি, নেই হিসাব = বেহিসাব ইত্যাদি।
- নি, নির্ - নেই আশা = নিরাশা, নেই ঊন = ন্যূন, নেই খরচ = নিখরচা, নেই ভেজাল = নির্ভেজাল, নেই খুঁত = নিখুঁত ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ

- উপপদের সঙ্গে কৃদন্তপদের মিলনে যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।
- কৃদন্তপদ - ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় হয়, তা কৃৎ প্রত্যয়। কৃৎ - প্রত্যয়ান্ত পদ কৃদন্তপদ।
- উপপদ - কৃদন্তপদের পূর্ববর্তী পদ হল উপপদ। যেমন - ইন্দ্রজিৎ। 'জিৎ' (জি + ক্বিপ্) হল কৃদন্তপদ এবং 'জিৎ' এর পূর্ববর্তী 'ইন্দ্র' হল উপপদ।
- অগ্রে জন্মে যে = অগ্রজ, জলে চরে যে = জলচর, গ্রামে বাস করে যে = গ্রামবাসী, বর্ণ চুরি করে যে = বর্ণচোরা, মধু পান করে যে = মধুপ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ, দুঃখে থাকে যে = দুস্থ, শত্রুকে হত্যা করে যে = শত্রুঘ্ন, গিরিতে শয়ন করেন যিনি = গিরিশ, রাজ্য পালন করেন যিনি = রাজ্যপাল, ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, পকেট মারে যে = পকেটমার ইত্যাদি।
- এছাড়া গগনভেদী, বিশেষজ্ঞ, দিবাকর, ঘরভাঙানি, পিতৃঘাতী, পিতৃহন্তা, করদ, মাছিমারা, বাঁধনছেঁড়া ইত্যাদি।

ব্যাপ্তি তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে ‘ব্যাপ্তি’ অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় ব্যাপ্তি তৎপুরুষ।
- যেমন - পাদ থেকে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক, কৈশোর থেকে = আকৈশোর, বাল্য থেকে = আবাল্য, জন্ম থেকে = আজন্ম, সমুদ্র থেকে হিমাচল = আসমুদ্রহিমাচল, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত, কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, জীবন পর্যন্ত = আজীবন, ক্ষণকালব্যাপী স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী, চিরকালব্যাপী সুখ = চিরসুখ ইত্যাদি।
- এরকম আশৈশব, আগাগোড়া, আমরণ, আজন্ম, চিরবসন্ত, চিরস্মরণীয়, চিরশত্রু, জীবনান্দ, চিরকৃতজ্ঞ, চিরচঞ্চল, দীর্ঘস্থায়ী, নিত্যানন্দ, চিরস্থায়ী, দীর্ঘজীবন ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ

- ক্রিয়াবিশেষণ বোঝাতে সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। পূর্বপদ ক্রিয়াবিশেষণ হলে সংস্কৃতে সে সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলা হয়। যেমন - অর্ধং সমাপ্তঃ - অর্ধসমাপ্তঃ (অর্ধভাবে সমাপ্ত)।
- বাংলায় ক্রিয়েবিশেষণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিভক্তি নেই। সেজন্য পূর্বপদ ক্রিয়াবিশেষণ হলে এই ধরনের বাংলা সমাসকে ‘ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ’ বলাই যুক্তিযুক্ত।
- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদ ক্রিয়াবিশেষেণ হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ।
- যেমন - অর্ধভাবে স্ফুট = অর্ধস্ফুট, অর্ধভাবে মৃত = অর্ধমৃত, নিম(অর্ধ) ভাবে রাজি = নিমরাজি, আধভাবে মরা = আধমরা, ঘনভাবে পিনদ্ধ = ঘনপিনদ্ধ ইত্যাদি।
- এছাড়াও অর্ধসমাপ্ত, নিমখুন, নিমদাগি, ধীরগামী, দ্রুতগামী ইত্যাদি।

উপসর্গ তৎপুরুষ

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদ উপসর্গের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্য কিংবা বিশেষণের সমাস হয়, তাকে বলা হয় উপসর্গ তৎপুরুষ।
- যেমন - বি(বিরুদ্ধা) মাতা = বিমাতা, মাত্রাকে অতিক্রম করে = অতিমাত্রা, গর(অভাব) মিল = গরমিল
- বাংলায় সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি তিন ধরনের উপসর্গ আছে। উপসর্গ তৎপুরুষে পূর্বপদ যেকোনো ধরনের উপসর্গ হতে পারে।
- পূর্বপদ সংস্কৃত উপসর্গ - প্র(পশচাদ্‌বর্তী) যে পৌত্র = প্রপৌত্র, প্র(প্রকৃষ্ট) দীপ্ত = প্রদীপ্ত, প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাত(জ্যোতি) =প্রভাত, প্রতি(প্রতিগত) যে অক্ষ(ইন্দ্রিয়) = প্রত্যক্ষ, প্রতি(প্রতিগত) যে শব্দ = প্রতিশব্দ, মানবকে অতিক্রম করে = অতিমানব, প্রতি(বিরুদ্ধ) যে পক্ষ = প্রতিপক্ষ ইত্যাদি।
- পূর্বপদ বাংলা উপসর্গ - ভর (ভরা/পূর্ণ) যে সন্ধ্যা = ভরসন্ধ্যা, সু(উত্তম) যে খবর = সুখবর, রাম(বৃহৎ) যে দা = রামদা ইত্যাদি।
- পূর্বপদ বিদেশি উপসর্গ - বদ(খারাপ/ নিন্দা) নাম = বদনাম, ফি(প্রতি) বছর = ফি-বছর, গর(অভাব) হাজির = গরহাজির, বে(অভাব) হিসাব = বেহিসাব ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

- ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পূর্বপদ ও উত্তরপদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হলে এবং সমাসনিষ্পন্ন হবার পর উভয় পদের সমান অর্থপ্রাধান্য থাকলে, এরকম সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
- যেমন - কর্ণ ও অর্জুন = কর্ণাজুন। এখানে ‘কর্ণ’ পূর্বপদ, ‘অর্জুন’ উত্তরপদ। এই দুই পদ ‘ও’ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে। সমাসনিষ্পন্ন হবার পর ‘কর্ণ’ ও ‘অর্জুন’ উভয় পদের অর্থপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে।
- দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের পদটি সাধারণত আগে বসে। যেমন মা-বাবা, রুই - কাতলা ইত্যাদি।
- কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। গৌরববোধক শব্দ দীর্ঘাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে বসে। যেমন - আত্মীয়-বন্ধু, সেপাই-সান্ত্রি, শাশুড়ি-বউ ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

- পূর্ব ও উত্তর উভয় পদ বিশেষ্য - ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে, শিব ও দুর্গা = শিব-দুর্গা, নাড়ি ও ভুঁড়ি = নাড়ি-ভুঁড়ি, অন্ন ও বস্ত্র = অন্ন-বস্ত্র, জন্ম ও মৃত্যু = জন্ম-মৃত্যু।

- এরকম - জামা-কাপড়, ঝি-জামাই, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বর-বউ, মা-বাপ, বউ-বেটা, ভূত-পেতনি, মশা-মাছি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুধ-দই, জল-কাদা, ঝড়-বাদল, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।

- পূর্ব ও উত্তর উভয় পদ বিশেষণ - ন্যায় ও অন্যায় = ন্যায়-অন্যায়, ধনী ও গরিব = ধনী-গরিব, উচ্চ ও নীচ = উচ্চ-নীচ,

- এরকম লঘু-গুরু, ছোটো-বড়ো, দীন-দুঃখী, আঁকা-বাঁকা, কাটা-ছেঁড়া, বাঁকা-ট্যারা, হিতাহত, ইতর-ভদ্র, কাঁচা-পাকা, কঠোর-কোমল, লাল-নীল, সুখী-অসুখী, ভালো-মন্দ, খ্যাতি-অখ্যাতি ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

- পূর্ব ও উত্তর উভয় পদ ক্রিয়াপদ - ভাঙে ও গড়ে = ভাঙে-গড়ে, উঠে ও পড়ে = উঠে-পড়ে, পড়ি ও মরি = পড়ি-মরি ইত্যাদি

- এরকম উঠ-বস, চেয়ে-চিন্তে, নাচ-গান, হেসে-খেলে, আসে-যায়, হারি-জিতি, খেয়ে-মেখে, শুয়ে-বসে, নেচে-কুঁদে, হাঁটি-চলি, হেসে-কেঁদে, হাসে-কাঁদে, দেখে-শুনে ইত্যাদি।

- পূর্ব ও উত্তর উভয় পদ সর্বনাম - যাকে ও তাকে = যাকে-তাকে, তুমি ও আমি = তুমি-আমি, এর ও তার = এর-তার, যেটা ও সেটা = যেটা-সেটা, এরা ও ওরা = এরা-ওরা, এটা ও ওটা = এটা-ওটা, ইনি ও উনি = ইনি-উনি, তোতে ও আমাতে = তোতে-আমাতে, যে ও সে = যেসে ইত্যাদি।

সমার্থক দ্বন্দ্ব

- যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ একই অর্থবিশিষ্ট পৃথক পৃথক শব্দ হয়, তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে।
- যেমন - হাট ও বাজার = হাট-বাজার, রাজা ও বাদশা = রাজা-বাদশা, জন্তু ও জানোয়ার = জন্তু-জানোয়ার,
- এছাড়াও - ডাক্তার-বদ্যি, ছেলে-ছোকরা, মামলা-মোকদ্দমা, মাঠ-ময়দান, পাহাড়-পর্বত, কাজ-কর্ম, ছাই-পাঁশ, কথা-বার্তা, খড়-কুটা, টাকা-কড়ি, গা-গতর, লোক-লস্কর, জমি-জমা, মাথা-মুণ্ডু, কুলি-মজুর, মায়া-মমতা, লজ্জা-শরম, ব্যাবসা-বাণিজ্য, দলিল-দস্তাবেজ, মাঝি-মাল্লা, জন-মানব, আমির-ওমরাহ, সভা-সমিতি, যাগ-যজ্ঞ, ভুল-ভ্রান্তি, বাড়ি-ঘর, ফন্দি-ফিকির, ভয়-ডর ইত্যাদি।

‘ইত্যাদি’ অর্থবোধক দ্বন্দ্ব

- অনুরূপ বা সমজাতীয় ভাব-প্রকাশের জন্য অনুচর, সহচর, প্রতিচর, প্রভৃতি অর্থদ্যোতক শব্দের মিলনে ‘ইত্যাদি’ অর্থবোধক দ্বন্দ্ব সমাস হয়।
- ‘সহচর’ অর্থদ্যোতক শব্দ যোগে - দেহ ও মন = দেহ-মন, নাচ ও গান = নাচ-গান
- এরকম - গোঁফ-দাড়ি, সর্দি-কাশি, খানা-পিনা, ছেলে-ছোকরা, ডাল-পালা, গান-বাজনা, খোল-করতাল, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি।
- ‘অনুচর’ অর্থদ্যোতক শব্দ যোগে - চেয়ার ও টেবিল = চেয়ার-টেবিল, ঘটি ও বাটি = ঘটি-বাটি
- এছাড়াও - লাঠি-সড়কি, দোকান-পাট, কাল-পরশু, গোলা-বারুদ, খাল-বিল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।

‘ইত্যাদি’ অর্থবোধক দ্বন্দ্ব

- ‘প্রতিচর’ অর্থদ্যোতক শব্দ যোগে - আকাশ ও পাতাল = আকাশ-পাতাল, সকাল ও সন্ধ্যা = সকাল-সন্ধ্যা, লঘু ও গুরু = লঘু-গুরু, জয় ও পরাজয় = জয়-পরাজয়
- এরকম - পাপ-পুণ্য, গুরু-শিষ্য, রাজা-উজির, হাসি-কান্না, উপর-নীচ, দিন-রাত, আলো-ছায়া, ঝি-জামাই, বেচা-কেনা, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।
- ‘বিকার’ অর্থদ্যোতক শব্দ যোগে - ঠাকুর ও ঠুকুর = ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁক ও ফোকর = ফাঁক-ফোকর।
- এছাড়াও - কাঁদা-কাটা, গাল-গল্প, জারি-জুরি, ইত্যাদি।
- ‘অনুকার’ অর্থদ্যোতক শব্দ যোগে - তেল ও টেল = তেল-টেল
- এরকম - জল-টল, বাসন-কোশন, ওলট-পালট, হাতে-নাতে ইত্যাদি।

একশেষ দ্বন্দ্ব

- যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে একটিমাত্র পদ থাকে, অন্যপদগুলির নিবৃত্ত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে।
- যেমন - সে ও তুমি = তোমরা, তুমি, সে ও আমি = আমরা।

বহুপদনিষ্পন্ন দ্বন্দ্ব

- দুয়ের বেশি পদের মিলনেও দ্বন্দ্ব হয়।
- যেমন - তেল, নুন ও লকড়ি = তেল-নুন-লকড়ি, বার, ব্রত দোল ও দুর্গোৎসব = বার-ব্রত-দোল-দুর্গোৎসব।
- এছাড়াও - রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু, চর্ব-চষ্য-লেহ্য-পেয়, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, ইট-কাঠ-চুন-সুরকি, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য, পাইক-পেয়াদা-সেপাই-সান্ত্রি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ

- জায়া ও পতি = দম্পতি, জম্পতি, জায়াপতি; অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্রি, দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্র, কুশ ও লব = কুশীলব।

বহুব্রীহি সমাস

- যে সমাসে সমস্যমান পদের অর্থ প্রতীয়মান না হয়ে তাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য কোনো অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
- যেমন - দশ আনন যাঁর = দশানন। এখানে ‘দশ’ ও ‘আনন’ সমস্যমান পদ। সমাসনিষ্পন্ন হবার পর ‘দশ’ ও ‘আননে’র অর্থ প্রকাশিত না হয়ে ওই দুই পদের দ্বারা লক্ষিত ‘দশানন’ শব্দের অর্থ ‘রাবণ’ প্রকাশিত হয়েছে।
- অনুরূপ - ত্রি লোচন যাঁর = ত্রিলোচন(মহাদেব), পীত অম্বর যার = পীতাম্বর(শ্রীকৃষ্ণ), চন্দ্র শেখরে আছে যাঁর = চন্দ্রশেখর(মহাদেব)।
- বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষ্য, বিশেষণ, এমনকি সংখ্যাবাচক বিশেষণ হতে পারে।
- যেমন - উপরের দৃষ্টান্তগুলোতে চন্দ্র(বিশেষ্য), পীত(বিশেষণ), ত্রি(সংখ্যাবাচক বিশেষণ)।
- বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদ বিশেষ্য অথবা বিশেষণ হয়।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

- যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে।
- যেমন - পাঁচ সের পরিমাণ যার = পাঁচসেরি। এতে ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ ‘পরিমাণ’ লোপ পেয়েছে।
- এরকম - চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যার = চাঁদমুখ, পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার = পদ্মমুখী, সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার = সোনামুখী, কমলের ন্যায় সুন্দর লোচন যাঁর = কমললোচন, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল আভা যার = স্বর্ণাভ, আগুণের মতো উজ্জ্বল বরণ যার = আগুনবরণ ইত্যাদি।
- মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিতে অনেক ক্ষেত্রে উপমানবাচক পদের সঙ্গে সমাস হয়, সেজন্য অনেকে এই জাতীয় সমাসকে উপমাত্মক বহুব্রীহি বলেছেন।
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিতে ব্যাসবাক্যের মধ্যের পদ লোপ পেলেও দুই সমাসের মধ্য মূল পার্থক্য হল, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়তে উত্তরপদে অর্থপ্রাধান্য সূচিত হয় আর মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিতে অন্যপদের অর্থপ্রাধান্য প্রকাশিত হয়।

ব্যতিহার বহুব্রীহি

- যে বহুব্রীহি সমাসে একই শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া করা বোঝায়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে।
- যেমন - লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি, এতে ‘লাঠি’ শব্দের পুনরুক্তি হয়েছে। পূর্বপদের শেষে ‘আ’ ও উত্তরপদের শেষে ‘ই’ হয়েছে।
- এরকম - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, হাসিতে হাসিতে যে কাজ = হাসাহাসি, কোলে কোলে যে আলিঙ্গন = কোলাকুলি, ঘুসিতে ঘুসিতে যে যুদ্ধ = ঘুসোঘুসি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি, কেশে কেশে যে আকর্ষণ করে যে লড়াই = কেশাকেশি।
- কিন্তু শব্দের পুনরুক্তি হলেই ব্যতিহার হয় না। পারস্পরিক ক্রিয়া-করণের অর্থ প্রকাশিত হওয়া চাই। যেমন - বাড়াবাড়ি, তাড়াতাড়ি, গড়াগড়ি, হাঁটাহাঁটি, সোজাসুজি, ঘোরাঘুরি প্রভৃতি ব্যতিহার বহুব্রীহি নয়, শব্দদ্বৈত।

সহার্থক বহুব্রীহি

- বহুব্রীহি সমাসে ‘সহিত অর্থ - প্রকাশক ‘সহ’ শব্দের স্থানে ‘স’ হয়। যে বহুব্রীহি সমাসে সহার্থক পূর্বপদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়, তাকে সহার্থক বহুব্রীহি বলে।

- যেমন - বন্ধু সহ বর্তমান = সবান্ধব, বাকের সহিত বর্তমান = সবাক, শঙ্কার সহিত বর্তমান = সশঙ্ক, চরাচরের সহিত বর্তমান = সচরাচর, আকারসহ বর্তমান = সাকার, অবলীলার সহিত বর্তমান = সাবলীল, পরিবারসহ বর্তমান = সপরিবার।

- এরকম - সার্ধ, সপুত্র, সস্নেহ, সভক্তি, সতেজ, সশ্রদ্ধ, সধবা, সবিশেষ, সজোর, সবল, সফল, সকৌতুক, সবিরাম, সগোত্র, সশরীর, সজল, সনাথ, সার্থক, সশিষ্য, সাবয়ব, সোল্লাস, সভয় ইত্যাদি।

- কিন্তু উত্তরপদ বিশেষণ হলে সহার্থক বহুব্রীহি হয় না। যেমন - সকাতর, সশঙ্কিত, সানন্দিত, সলজ্জিত ইত্যাদি।

না-বহুব্রীহি

- যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ নঞ - অর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয় হয়, তাকে না-বহুব্রীহি সমাস বলে।
- যথা - নেই জ্ঞান যার = অজ্ঞান, নির্জ্ঞান; নেই ভুল যার = নির্ভুল, নেই বোধ যার = নির্বোধ, নেই সীমা যার = অসীম, নেই আদি যার = অনাদি, নেই কিঞ্চন যার = অকিঞ্চন, নেই খুঁত যার = নিখুঁত, নেই পুত্র যার = অপুত্রক, নেই হায়া যার = বেহায়া, নেই খোঁজ যার = নিখোঁজ, নেই শঙ্কা যার = নিঃশঙ্ক, নেই চেষ্টা যার = নিশ্চেষ্ট, নেই পদার্থ যার = অপদার্থ ইত্যাদি।
- এরকম - নিরপরাধ, নির্মল, নিলাজ, নাছোড়, বে-আদব [বে(নেই) আদব যার], বেইমান, অনর্থক, অকুতোভয়, নিষ্কলক, অপার, নির্বিষেশ, নির্বিঘ্ন ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

- যে বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যাবাচক পূর্বপদের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হয়, তাকে বলা হয় সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।
- যেমন - ত্রি নয়ন যার = ত্রিনয়নী, সহস্র লোচন যার = সহস্রলোচন, পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন, দ্বি (দুই দিকে) অপ যার = দ্বীপ।
- এছাড়াও - দোফসলি, দোলনা, ষড়ানন, সাতরঙা ইত্যাদি।
- দ্বিগু সমাসে পূর্বপদ হয় সংখ্যাবাচক বিশেষণ। কিন্তু সেখানে উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য ঘটে এবং সমাহার অর্থ প্রকাশিত হয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হলেও দ্বিগুর সঙ্গে বহুব্রীহির প্রধান পার্থক্য এই যে, এতে সমাহার অর্থ আদৌ প্রকাশিত হয় না, তা ছাড়া বহুব্রীহি সমাসের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য (সমস্যমান পদের লক্ষিত অন্য অর্থ) তা দেখা যায়।

দ্বিগু

- সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্যপদের সমাস হলে এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থ প্রকাশিত হলে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এই সমাসে উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য থাকে।
- যেমন - ত্রি ফলের সমাহার = ত্রিফলা। এতে পূর্বপদ 'ত্রি'(তিন) সংখ্যাবাচক বিশেষণ, উত্তরপদ 'ফল' বিশেষ্য, এবং ব্যাসবাক্যে 'সমাহার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
- সমাহার দ্বিগু - সমাহার যোগে যে ব্যাসবাক্য হলে সমাহার দ্বিগু বলে। যেমন - সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি, পঞ্চ ভূতের সমাহার = পঞ্চভূত, সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ, ত্রি মূর্তির সমাহার = ত্রিমূর্তি, তে মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন, তে পায়ার সমাহার = তে-পায়া, সে (সেহ্ = তিন) তারের সমাহার = সেতার, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী ইত্যাদি।
- এরকম - নবগ্রহ, চৌরাস্তা, ষড়ঋতু, পঞ্চপ্রদীপ, দোতারা, বারমাস্যা, দশচক্র, সপ্তরথী, শতবার্ষিকী, অষ্টপ্রহর, ত্রিভুজ, তেরাত্তির, তেরোনদী, সাতসমুদ্দুর, ত্রিভুবন, শতবছর, আটচালা, ষড়রিপু, চৌপদী সাতকাণ্ড ইত্যাদি।

নিত্যসমাস

- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্য বা সবসময় সমাসবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যার ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাক্য করতে হলে একই অর্থবোধক অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্যসমাস বলে।

- যেমন - কৃষ্ণ সর্প = কৃষ্ণসর্প। ব্যাসবাক্য ও সমাসবদ্ধ পদ এক। ব্যাসবাক্যের পদ সর্বদা সমাসবদ্ধ বলে 'নিত'। লক্ষণীয় যে, ব্যাসবাক্য সমাসবদ্ধ থাকে বলে 'নিত্য সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না' বলা যায়।

- কেবলজ্ঞান = জ্ঞানমাত্র। এখানে সমস্তপদ বা সমাসের অর্থ প্রকাশ করতে ব্যাসবাক্যে 'মাত্র' শব্দের একই অর্থবোধক 'কেবল' শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- এরকম - কেবলনাম = নামমাত্র, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, অন্য মত = মতান্তর, অন্য লোক = লোকান্তর, অন্য ভাষা = ভাষান্তর, অন্য দিন = দিনান্তর, অন্য রূপ = রূপান্তর, অন্য যুগ = যুগান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, কেবল একটি = একটিমাত্র, গিরির তুল্য = গিরিনিভ, জবাকুসুম সদৃশ = জবাকুসুমসঙ্কাশ,

- আরও যেমন - দেখামাত্র, জলমাত্র, পাঠান্তর, মাসান্তর, দৃশ্যান্তর, বিষয়ান্তর, ধর্মান্তর, দুগ্ধফেননিভ ইত্যাদি।

অলোপ সমাস

- সমাসে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয় না। সমাসনিষ্পন্ন হবার পরেও পূর্বপদের বিভিক্তি আগের মতোই থেকে যায় অর্থাৎ লোপ পায় না। একে বলা হয় অলোপ সমাস। (নয় লোপ = অলোপ।)

- অলোপ সমাস কোনো আলাদা সমাস নয়। দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি যে-কোনো ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি সমাসনিষ্পন্ন হবার পরেও লোপ না পেলে, সেই সমাসের অলোপ হয়। যেমন - অলোপ দ্বন্দ্ব, অলোপ তৎপুরুষ, অলোপ বহুব্রীহি ইত্যাদি।

- অলোপ দ্বন্দ্ব - বনে ও বাদাড়ে = বনে-বাদাড়ে, দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে, বুকে ও পিঠে = বুকে-পিঠে, জিনিসে ও মানুষে = জিনিসে-মানুষে।

- এরকম - বনে-জঙ্গলে, জলে-কাদায়, কোলে-পিঠে, মাঠে-ময়দানে, দেশে-বিদেশে, খেতে-খামারে, মায়ে-ঝিয়ে, উত্থানে-পতনে, চোখে-কানে, মাঠে-ঘাটে, আগে-পিছে, হাতে-কলমে, তেলে-বেগুনে, আদায়-কাঁচকলায়, গায়ে-গতরে, ঘরে-বাইরে, স্বর্গে-মর্তে-পাতালে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, ট্রামে-বাসে, ঝোপে-ঝাড়ে ইত্যাদি।

অলোপ তৎপুরুষ

- অলোপ করণ - হাতে(হাত দ্বারা) কাটা = হাতে-কাটা, তেলে(তেল দিয়ে) ভাজা = তেলে-ভাজা, ঘিয়ে(ঘি দিয়ে) ভাজা= ঘিয়েভাজা, তাসের (তাস দিয়ে) ঘর = তাসের ঘর, হাতে-গড়া ইত্যাদি।
- এরকম - বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো, তাঁতে-বোনা, কলে-ছাঁটা, সাপে-কাটা, ভূতে-ধরা, পোকায়-কাটা ইত্যাদি।
- অলোপ নিমিত্ত - ভুলের (ভুলের জন্য) মাশুল = ভুলের মাশুল, ভাতের (ভাতের জন্য) হাঁড়ি = ভাতের-হাঁড়ি ইত্যাদি।
- এরকম - পড়ার-ঘর, খেলার-মাঠ, বসার-মাদুর, শোয়ার-ঘর, পেটের-ভাত ইত্যাদি।
- অলোপ অপাদান - ঘানির(ঘানি থেকে) তেল = ঘানির তেল, আকাশ থেকে পড়া = আকাশ-থেকে-পড়া ইত্যাদি।

অলোপ তৎপুরুষ

- অলোপ সম্বন্ধ - টাকার কুমির = টাকার-কুমির, মনের মানুষ = মনের-মানুষ, গড়ের মাঠ = গড়ের-মাঠ, ষাঁড়ের গোবর = ষাঁড়ের-গোবর, চোখের বালি = চোখের-বালি, অনুরোধের আসর = অনুরোধের-আসর, বাচঃ (বাক্যের) পতি = বাচস্পতি, ভ্রাতুঃ (ভাইয়ের) পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

- এরকম - কলের-গান, ঘরের-কথা, মনের-ইচ্ছা, পাড়ার-ছেলে, ঘরের-মেয়ে, রাজার-মেয়ে, হাতির-খোরাক ইত্যাদি।

- অলোপ অধিকরণ - গায়ে হলুদ = গায়ে-হলুদ, দিনে ডাকাতি = দিনে-ডাকাতি, অরণ্যে রোদন = অরণ্যে-রোদন, অঙ্কে কাঁচা = অঙ্কে-কাঁচা, গোড়ায় গলদ = গোড়ায়-গলদ, বাসে কেনা = বাসে-কেনা, গায়ে পড়া = গায়ে-পড়া, জলে ডোবা = জলে-ডোবা, যুধি (যুদ্ধে) স্থির = যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।

অলোপ সমাস

- অলোপ উপপদ - খে চরে যে = খে-চর, গায়ে পড়ে যে = গায়ে-পড়া, মনে-ধরে যা = মনে ধরা, পাতে পড়ে যা = পাতে-পড়া, রোদে পড়ে যা = রোদে-পোড়া, টোলে পড়ে যে = টোলে-পড়া, অন্তে (গুরুগৃহে) বাস করে যে = অন্তেবাসী, সরসিতে (সরোবরে) জন্মে যা = সরসিজ ইত্যাদি।

- অলোপ বহুব্রীহি - হাতে খড়ি হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে-খড়ি, গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ, মুখে ভাত হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখে-ভাত, মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি, মাথায় ছাতা যার = মাথায়-ছাতা, কানে কলম যার = কানে-কলম ইত্যাদি।

বাক্যাশ্রয়ী সমাস

- যে সমাসবদ্ধ পদকে আশ্রয় করে এক-একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলে।
- যেমন - চক্ষু-অপারেশন শিবির, বসে-আঁকো-প্রতিযোগিতা, সব-পেয়েছির-দেশ ইত্যাদি।
- বাক্যাশ্রয়ী সমাস প্রকৃতপক্ষে মিশ্র সমাসবদ্ধ পদ। বাক্যাশ্রয়ী সমাসকে ভাঙলে ব্যাসবাক্য ও সমাস কী দাঁড়ায় উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক।
- চক্ষু-অপারেশন-শিবির = চক্ষুর অপারেশন (সম্বন্ধ তৎ), তার নিমিত্ত শিবির (নিমিত্ত তৎ)। বসে-আঁকো-প্রতিযোগিতা = বসে আঁকার প্রতিযোগিতা (সম্বন্ধ তৎ)। কৃষি-উন্নয়ন-সভা = কৃষির উন্নয়ন (সম্বন্ধ তৎ), কৃষি-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সভা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সবুজ-বাঁচাও-কমিটি = সবুজকে বাঁচাও(কর্ম তৎ) এমন নির্দেশ, তার কমিটি (সম্বন্ধ তৎ)। রক্ত-দান-শিবির = রক্তের দান (সম্বন্ধ তৎ) তার নিমিত্ত শিবির (নিমিত্ত তৎ) ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, কালীপদ চৌধুরী